সংবাদ

তারিখ 26 JUN 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

শিক্ষা ছুটিতে ইবির ৫৬ শিক্ষক ৫ জনের নামে মামলা

প্রতিনিধি, কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৬ জন শিক্ষক শিক্ষা ছুটি নিয়ে দেশের ভেতরে এবং বাইরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন। এসব শিক্ষকের মধ্যে বেশ কয়েকজন ৫ থেকে ৭ বছরেরও বেশি সময় ধরে ছুটি ভোগ করছেন। তাদের বার বার নোটিশ দেয়া হলেও তারা কাজে যোগ দিচ্ছেন না। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এ অবস্থায় ৫ শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আরও কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে রেজিস্ট্রার অফিস সূত্রে জানা গেছে।

ঐতিহ্যবাহী এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা ৩শ' জনের বেশি হলেও শিক্ষা ছুটি ও লিয়েনের কারণে চরম শিক্ষক সঙ্কটে পড়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। একাডেমিক অফিস সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১৭ জন শিক্ষকের মধ্যে ৫৬ জনই রয়েছেন শিক্ষা ছুটিতে। তাদের মধ্যে ৩৫ জন গবেষণার উদ্দেশে যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জাপানসহ বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমিয়েছেন। তবে তাদের অনেকের গবেষণা কাজ এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেলেও তারা দেশে না ফিরে সেখানকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মোটা অঙ্কের বেতনে চাকরি নিয়েছেন। এসব শিক্ষকদের দেশে ফিরে নিজ পদে যোগ দেয়ার জন্য

মামলা : পৃঃ ১১ কঃ ১

মামলা : ৫ জনের নামে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে চিঠির মাধ্যমে একাধিকবার তাগাদা দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি ৫ শিক্ষকের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছে কর্তৃপক্ষ। যেসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে তারা হলেন, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাহমুদ মমিন, একই বিভাগের দেলোয়ার হোসাইন, ব্যবস্থাপনা বিভাগের সরোয়ার জাহান, কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের এটিএম শওকত আলী এবং আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগের শিক্ষক ড. মাহবুব-উল আলম হক জোয়ার্দার। একই কারণে আরও বেশ কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে গত রোববার ভিসি প্রফেসর ফয়েজ মুহাম্মদ সিরাজুল হককে তৃতীয় বারের মতো স্মারকলিপি দিয়েছেন ওই বিভাগের শিক্ষার্থীরা। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এ বিভাগটিতে নিয়োগপ্রাপ্ত ৯ জন শিক্ষক থাকলেও বর্তমানে ক্লাস নিচ্ছেন মাত্র ৪ জন। অপর ৫ জন শিক্ষক এক সঙ্গে শিক্ষা ছুটিতে রয়েছেন। এ কারণে ওই বিভাগের ৮টি ব্যাচের ক্লাস নিতে ৪ জন শিক্ষক হিমশিম খাচ্ছেন। এতে ওই বিভাগে সেশনজটের সময় দিন দিন বাড়ছে। আর তাই একই অনুষদের রসায়ন বিভাগের ২০০২-০৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা যেখানে মাস্টার্সে লেখাপড়া করছে সেখানে বায়োটেকনোলজি বিভাগের ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা মাস্টার্সে পড়ছে। এ সমস্যা নিরসনে শিক্ষার্থীরা গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল, স্মারকলিপি প্রদানসহ বিভিন্ন আন্দোলন করে। তৎকালীন ভিসি প্রফেসর এম রফিকুল ইসলাম সে সময় শিক্ষক নিয়োগের আশ্বাস দিলেও পরবর্তী পর্যায়ে এ ব্যাপারে আর কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

পারেননি : দেখা করতে